কতই না ভাল হবে! এর ফলে তিনি بَابُ الفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ বা কর্তা ও কর্মের অনুচ্ছেদ রচনা করেন।[১৭]

৫. ওমর ফারূক (রাঃ)-এর শাসনামলে এক বুদ্দু লোকদেরকে বলল, এমন কেউ আছে যে আমাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ বাণী তথা কুরআন মাজীদের কিছু অংশ পড়ে শুনাবে? এ আবেদনের প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি তাকে সূরা তওবার কিছু আয়াত পড়ে শুনায় এবং أَنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلُهُ بَرِىٌٔ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -এ আয়াতে رَسُوْلُهُ -এর লাম অক্ষরকে যের দিয়ে পড়ে। ফলে বুদ্দু বলল, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ) থেকে বিমুখ? যদি তাই হয় তাহ'লে তো আমিও তার থেকে বিমুখ। এ ঘটনা ওমর ফারূক (রাঃ)-কে জানালে তিনি বুদ্দুকে ডেকে বললেন, আয়াতটি ওভাবে নয় বরং এভাবে পড়তে হবে- أَنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلُهُ بَرِىٌٔ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ । এরপর তিনি আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালীকে 'নাহু' প্রণয়নের জন্য আদেশ দেন। ফলে আবুল আসওয়াদ 'নাহু'র নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেন।[১৮]

উপরিউক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী-ই 'ইলমে নাহু'র গোড়াপত্তন করেন।

[চলবে]

১৭. ইবনুন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুতঃ মাকতাবাহ খাইয়াত, তাবি), পৃঃ ৪০।
১৮. মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগূহী, কুররাতুল উয়ূন ফী তাযকিরাতিল ফুনূন (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ১২২।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

মনীষী চরিত

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

উপক্রমণিকাঃ

ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মূল ভিত্তি হাদীছ সংকলনে যে সমস্ত মনীষীবৃন্দ তাঁদের সময়, শ্রম ব্যয় করেছেন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং হাদীছ সংকলনের মাধ্যমে মিল্লাতে মুসলিমার ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও বিধি-বিধান পালন সহজতর করে দিয়েছেন ইমাম তিরমিযী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হাদীছ সংকলন করে তিনি ইসলামী বিশ্বে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। এ নিবন্ধে এই মহামনীষীর জীবনী ও তাঁর ভূবন বিখ্যাত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সহ হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হ'ল।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম মুহাম্মাদ, আবু ঈসা উপনাম, পিতার নাম ঈসা। পূর্ণ বংশক্রম এরূপ- আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরা বিন মূসা বিন যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যারীর আল-বুগী আত-তিরমিযী।[১] 'বনী সালিমে'র প্রতি নেসবত করে সুলামী, 'বুগ' গ্রামের প্রতি সম্বন্ধিত করে 'বুগী'[২] এবং তিরমিয শহরের প্রতি নেসবাত করে তাঁকে 'তিরমিযী' বলা হয়।[৩] 'সাওয়াহ' তাঁর দাদার নাম।[৪] কোন কোন বর্ণনায় 'সাওরাহ'-এর পিতার নাম 'শাদ্দাদ' এবং কোন কোন রিওয়ায়াতে 'আসফান' উল্লেখিত হয়েছে।[৫]

* এম, ফিল গবেষক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু ইমাদ হাম্বলী (মৃত্যুঃ ১০৮৯হিঃ) শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড (মিছরঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫১হিঃ), পৃঃ ১৭৪; আবদুর রহমান মুবারকপুরী, মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯০/১৪১০হিঃ), পৃঃ ২৬৭; কেউ কেউ তাঁর নসবনামা এভাবে উল্লেখ করেছেন, Abu Isa Muhammad Ibn Sawrah Ibn Shaddad At-tirmidhi. See: The new Encyclopaedia Britanica, V-11, P. 795.
২. ইবনু খাল্লিকান, (৬০৮-৬৮১হিঃ) অফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড (কুমঃ মানশুরাতুশ শরীফ আরাবী ১৩৬৪হিঃ), পৃঃ ৬১৩; হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগোহী, যাফরুল মুহাচ্ছিলীন (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃঃ ১৬৭।
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২/১৪১৩হিঃ), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫২৭; কেউ কেউ বলেন, The nisba al-Tiamidhi connects him with tirmidh. See: The Encyclopaedia of Islam. (London: Luzac & Co. 1924). V.-6, P-796.
৪. যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৭।
৫. আল-জামিউছ ছহীহ, তাহকীক ও শরাহ, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, (মিছরঃ মুছতফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহ, ১৯৭৮/১৩৯৮হিঃ), ১/৭৭ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২/৫২৭ পৃঃ।

জন্মস্থান ও কালঃ

তিনি আমুদরিয়ার বেলাভূমিতে অবস্থিত ট্রান্স অক্সিয়ানার 'তিরমিয' নামক স্থানে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] কেউ কেউ বলেন, তিনি 'বুগ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] এটি তিরমিযের একটি গ্রাম। তিরমিয হ'তে এর দুরত্ব ৬ ফারসাখ।[৮] তাঁর পূর্বপুরুষ মারভ হ'তে তিরমিযে এসে বসতি স্থাপন করেন।[৯]

শিক্ষাজীবনঃ

তিনি নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর হেজায, মিছর, সিরিয়া, কূফা, বছরা, খোরাসান ও বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে সমকালীন খ্যাতনামা বিদ্বানগণের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীছে তিনি ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।[১০]

দেশ ভ্রমণঃ

হাদীছ সংকলন ও সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে তিনি খোরাসান, ইরাক, হেজায, কূফা, বছরা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে হাদীছ সংগ্রহ করেন।[১১] এ সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, طَافَ الْبِلاَدَ وَسَمِعَ خَلْقًا مِّنَ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْنَ 'তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং খোরাসান ও হেজাযের অনেক লোকের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন'।[১২] ড. মুছতফা আস-সাবাঈ বলেন, رَحِلَ إِلَى الْأَفَاقِ وَأَخَذَ عَنِ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْعِرَاقِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْنَ حَتَّى غَدَا إِمَامًا فِى الْحَدِيْثِ 'তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন এবং খোরাসানী, ইরাকী ও হিজাযীদের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। এমনকি হাদীছ শাস্ত্রে একজন ইমাম হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন'।[১৩]

শিক্ষক মণ্ডলীঃ

ইমাম তিরমিযী অগণিত শিক্ষকের নিকট হ'তে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তাঁর যুগে ইলমে হাদীছে এক বিরাট বিপ্লব চলছিল। এ বিপ্লবের প্রভাব সমকালীন যুগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ বিপ্লব যাদের হাতে সাধিত হয়েছিল তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) প্রমুখ। ইমাম তিরমিযী তাঁদের ওস্তাদগণের নিকট থেকেও হাদীছ গ্রহণ করেন।[১৪] তবে ইমাম তিরমিযীর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হ'লেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ), ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানী, আলী ইবনু হুজর মারূযী, হান্না ইবনু সিররী, কুতাইবা ইবনু সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বুন্দার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আবু মূসা, যিয়াদ ইবনু ইয়াইয়া আল-হাসসানী, আব্বাস ইবনু আব্দুল আযীম আল-আম্বরী, আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ, আবু হাফছ আমর, ইয়াকূব ইবনু ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার আল-কাইসী, নাছর ইবনুল-জাহযমী, আবদুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়া আল-জামহী, আবু মুছ'আব আহমাদ ইবনু আবি বকর আয-যুহরী, ইসামাইল ইবনু মূসা আল-ফাযারী আস-সুদ্দী প্রমুখ।[১৫]

ছাত্রবৃন্দঃ

তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হ'লেন, আবু হামিদ আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে দাঊদ আল-মারূযী, আল-হাইছাম ইবনু কুলাইব আশ-শাশী, মুহাম্মাদ ইবনু মাহবূব আবুল আব্বাস আল-মাহবূবী আল-মারূযী, আহমাদ ইবনু ইউসুফ আন-নাসাফী, আবুল হারিছ, আসাদ ইবনু হামদুবিয়াহ, দাঊদ ইবনু নাছর ইবনে সুহাইল আল-বারযুবী, আবদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ আন-নাসাফী, মাহমূদ ইবনু নুমাইর, মুহাম্মাদ ইবনু মাহমূদ, মুহাম্মাদ ইবনু মাক্কী ইবনে নূহ, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু সুফিয়ান ইবনিন-নাযর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনযির ইবনে সাঈদ আল-হারূবী প্রমুখ।[১৬]

স্মৃতিশক্তিঃ

ইমাম তিরমিযী অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটা প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ ইমাম তিরমিযী

---

৬. ড. *শায়খ মুছতফা আস-সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরীয়িল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫হিঃ) পৃঃ ৪৫৩; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৬৭।*

৭. *আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, উর্দু অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুস সামী' (করাচীঃ আছাহহুল মাতাবি' ওয়া কারখানায়ে তিজারাতে কুতুব, তা.বি.) পৃঃ ১৮৪।*

৮. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭০।*

৯. *আল-জামে আত-তিরমিযী, অনুবাদ ও সম্পাদনা, মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪/১৪১৪হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬।*

১০. *ঐ, পৃঃ ২৬-২৭।*

১১. *বস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৪; The new Encyclopaedia Britanica, V-11, P. 795; The Encyclopaedia of Islam, V-6. P-796.*

১২. *ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫হিঃ), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫।*

১৩. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৪৫৩।*

১৪. *অফায়তুল আ'ইয়ান, ৪/৬১৩ পৃঃ; বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৪।*

১৫. *শাযারাতুয যাহাব, ২/১৭৫ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ; The Encyclopaedia of Islam, V-6. P-796; The new Encyclopaedia Britanica, V-11, P. 795.*

১৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৬৭।*

তাঁর কোন এক শিক্ষকের নিকট হ'তে অনেক হাদীছ শ্রবণ করেন এবং লিখে রাখেন, যা দু'খণ্ড বিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি হয়েছিল। কিন্তু তিনি সে হাদীছ সমূহ তাঁর ঐ শিক্ষককে শুনানোর সুযোগ পাননি। হঠাৎ করে মক্কা মুকাররামা যাওয়ার পথে ঐ শিক্ষকের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাকে হাদীছ শুনানোর আবেদন করলে শিক্ষক তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে হাদীছ শুনতে রাযী হয়ে যান। তিনি ইমাম তিরমিযীকে স্বীয় পাণ্ডুলিপি বের করে মিলিয়ে নিতে বলে হাদীছ পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইমাম তিরমিযীর নিকটে তখন ঐ পাণ্ডুলিপি দু'টি ছিল না। তিনি তখন দু'টি সাদা কাগজ বের করে তাতে হাত বুলাতে লাগলেন এবং শিক্ষকের পঠিত হাদীছ সমূহ শুনতে থাকলেন। হঠাৎ শিক্ষকের দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হওয়ায় তাঁকে সাদা কাগজের উপর হাত বুলাতে দেখে শিক্ষক রেগে যান এবং বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? ইমাম তিরমিযী বিনীতভাবে শিক্ষকের নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন যদিও আমার কাছে লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই কিন্তু ঐ সমস্ত হাদীছ আমার মুখস্থ আছে। শিক্ষক বললেন, ঠিক আছে তাহ'লে আমাকে পড়ে শুনাও! ইমাম তিরমিযী সমস্ত হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। শিক্ষক বললেন, মাত্র একবার পড়ায় সমস্ত হাদীছ তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ইমাম তিরমিযী বললেন, আপনার বিশ্বাস না হ'লে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। শিক্ষক তখন আরো ৪০টি নতুন হাদীছ বর্ণনা করলেন। ইমাম তিরমিযী তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে সমস্ত হাদীছ শুনিয়ে দিলেন। তখন শিক্ষক বলতে বাধ্য হ'লেন, 'আমি তোমার মত স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন অন্য কাউকে দেখিনি'।[১৭]

ইমাম আশশুযী বর্ণনা করেন, একদা ইমাম তিরমিযী হজ্জ সফরকালে রাস্তায় কিছু মুহাদ্দিছীনের সাক্ষাৎ লাভ করে হাদীছ শুনতে চাইলে তাঁরা বললেন, কলম ও দোয়াত নিয়ে এস। ইমাম তিরমিযী দোয়াত-কলম পেলেন না। তখন তিনি শিক্ষকের সামনে বসে সাদা কাগজের উপর আঙ্গুল চালাতে লাগলেন। শিক্ষক হাদীছ বর্ণনা করতে লাগলেন। ৬০টির মত হাদীছ বর্ণনার পর শিক্ষকের দৃষ্টি কাগজের উপর পড়ায় তিনি কাগজ সাদা ও পরিষ্কার দেখতে পেয়ে রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তুমি আমার সময় নষ্ট করলে'? ইমাম তিরমিযী বললেন, আমি সমস্ত হাদীছ মুখস্থ করেছি। তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীছ শিক্ষককে শুনিয়ে দিলেন।[১৮]

আবু সাঈদ আল-ইদরীসী বলেন, স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে আবু ঈসাকে দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়।[১৯]

১৭. *বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৫; আল-জামেউছ ছহীহ, ১/৮৪০ পৃঃ; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ৬৩৪-৩৫; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫-৩৬ পৃঃ।*

১৮. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৬৯।*

১৯. *যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৯; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী পৃঃ ২৬৮।*

সুউচ্চ মর্যাদাঃ

ইমাম তিরমিযী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উচ্চ মর্যাদা প্রমাণে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইমাম তিরমিযীর শিক্ষক ইমাম বুখারীও তিরমিযীর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। এমর্মে বুখারী বলেছেন, مَا انْتَفَعْتُ بِكَ أَكْثَرَ مِمَّا انْتَفَعْتَ بِي 'তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার পেয়েছ, আমি তোমার দ্বারা তার চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি'।[২০] মুহাদ্দিছগণ তাঁকে ইমাম বুখারীর খলীফা বলতেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি বুখারীর মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম হাকীম মূসা ইবনু 'আলাক হ'তে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারীর ইন্তেকালের পরে খোরাসানে ইলম, স্মৃতিশক্তি, আল্লাহভীতি ও কৃচ্ছতা সাধনে এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত আবু ঈসার মত অন্য কাউকে রেখে যাননি।[২১]

আল্লাহভীতিঃ

ইমাম তিরমিযী অত্যন্ত আল্লাহভীতু ছিলেন। আল্লাহ্র ভয় তাঁর মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, তিনি শেষ বয়সে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।[২২] কেউ কেউ বলেন, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। ইবনু হাজার আসকালানী ইউসুফ ইবন আহমাদ আল-বাগদাদী হ'তে বর্ণনা করেন, আবু ঈসা শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২৩] মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এতে কোন মতদ্বৈততা নেই।[২৪] শাহ্ আব্দুল আযীয বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম তিরমিযীর কৃচ্ছতা ও আল্লাহভীতি এতই উচ্চ স্তরে পৌঁছে ছিল যে, তার অধিক কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিসর্জন দেন।[২৫]

[চলবে]

২০. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ।*

২১. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, (বৈরুতঃ মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭হিঃ), পৃঃ ২৭৩; তাযকিরাতুল হুফফায, ২/২৩৪ পৃঃ।*

২২. *যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৯।*

২৩. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৬ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭১ পৃঃ।*

২৪. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭২।*

২৫. *বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৫; যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৯।*

প্রতিজন পাঠক প্রতিমাসে একজন করে পাঠক তৈরী করুন। শিরকমুক্ত সমাজ গঠনে সহযোগিতা করুন।

মনীষী চরিত

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুসৃত মাযহাবঃ

কোন কোন বিদ্বান মনে করেন ইমাম তিরমিযী শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করতেন। এসব কথা ভিত্তিহীন। প্রকৃত কথা হ'ল তিনি শাফেঈ বা হাম্বলী ছিলেন না, তেমনি তিনি মালেকী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারীও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন 'আছহাবুল হাদীছ' বা হাদীছের অনুসারী এবং হাদীছ অনুযায়ী তিনি আমল করতেন। তিনি মুজতাহিদ ছিলেন, কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী ছিলেন না।[২৬]

গ্রন্থাবলীঃ

ইমাম তিরমিযী প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছেঃ

(১) আল-জামিউছ-ছহীহ (তিরমিযী) (২) আশ-শামায়িল
(৩) আল-ইলাল (৪) আত-তারীখ
(৫) আয-যুহ্দ (৬) আল-আসমা ওয়াল কুনা।[২৭]

ইন্তেকালঃ

ইমাম তিরমিযীর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাম'আনী বলেন, তিনি ২৭৫ হিজরী সনে 'বুগ' গ্রামে ইন্তেকাল করেন। শায়খ আবিদ আস-সিনদী বলেন, তিনি ২০৯ হিঃ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ৬৮ বৎসর জীবনধারণ করেন এবং ২৭৭ হিঃ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮] ইবনু খাল্লিকান সাম'আনী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'বুগ' গ্রামে ২৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯] তবে সঠিক তারিখ হ'ল তিনি ২৭৯ হিজরী সনের ১৩ই রজব[৩০] রবিবার দিবাগত রাতে[৩১] ৭০ বৎসর বয়সে তিরমিয শহরে ইন্তেকাল করেন।[৩২]

২৬. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭৭।*
২৭. *ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল খাইয়্যাত, ১৯৭২ খৃঃ), পৃঃ ২৩৩; আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৯০ পৃঃ; অফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪/৬১৩ পৃঃ।*
২৮. *আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৯০পৃঃ; মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-আমীর আল-ইয়ামানী, সুবুলুস সালাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আরাবী ১৪১০হিঃ) ১/২৯ পৃঃ।*
২৯. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৫ পৃঃ।*
৩০. *আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, তা.বি.), ৩/৬৭৮ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ।*
৩১. *অফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪/৬১৩ পৃঃ; কেউ কেউ বলেন, তিনি ২৯৫ হিঃ সালের ১১ই মুহাররম ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ ঐ, ৪/৬১৩ পৃঃ।*
৩২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৪৫৩।*

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ

১. আবু হাতিম ইবন হিব্বান স্বীয় الثقات গ্রন্থে বলেন,

كَانَ أَبُوْ عِيْسَى مِمَّنْ جَمَعَ وَصَنَّفَ وَحَفِظَ وَذَاكَرَ

'আবু ঈসা (রহঃ) ছিলেন ঐ সকল বিদ্বানগণের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা হাদীছ জমা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং হাদীছ সংরক্ষণ ও মুখস্থ করেছেন'।[৩৩]

২. আবু সাঈদ আল-ইদরীসী বলেন, كَانَ أَبُوْ عِيْسَى يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِيْ الْحِفْظِ 'আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) ছিলেন এমন ব্যক্তি, স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে যাকে দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হ'ত'।[৩৪]

৩. আবু ইয়ালা আল-খলীলী স্বীয় علوم الحديث গ্রন্থে বলেন, مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سَوْرَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْحَافِظُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، 'মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে শাদ্দাদ যে হাদীছের একজন হাফেয ছিলেন, এ ব্যাপারে সকলে একমত'।[৩৫] অন্যত্র তিনি বলেন, ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 'তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে'।[৩৬]

৪. আবু মাহবূব ও আল-আজলা বর্ণনা করেন, هُوَ مَشْهُوْرٌ بِالْأَمَانَةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْعِلْمِ 'তিনি আমানতদারী (বিশ্বস্ততা), ইমামত ও জ্ঞান-গরিমায় প্রসিদ্ধ ছিলেন'।[৩৭]

৫. ইবনু খাল্লিকান বলেন,

أَبُوْ عِيْسَى بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ الضَّرِيْرُ الْبُوْغِيُّ التِّرْمِذِيُّ الْحَافِظُ الْمَشْهُوْرُ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدَى بِهِمْ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ-

'আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মূসা ইবনে যহ্হাক আস সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী ছিলেন প্রসিদ্ধ হাফিয এবং তিনি ঐ সকল ইমামগণের অন্যতম, ইলমে হাদীছে যাদের অনুসরণ করা হয়'।[৩৮]

৩৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়্যান লিতুরাছ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮হিঃ) ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ জুয, পৃঃ ৭১; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/ ২৭৩ পৃঃ।*
৩৪. *ঐ।*
৩৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ জুয, পৃঃ ৭১।*
৩৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫পৃঃ।*
৩৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ জুয, পৃঃ ৭১।*
৩৮. *শাযারাতুয যাহাব, ২/১৭৫পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫পৃঃ।*

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর অবদানঃ

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযীর অবদান অপরিসীম। ইলমে হাদীছে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি ইসলামী বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'আল-জামিউছ ছহীহ' তাঁর অবদানের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ও প্রমাণ। জামে' তিরমিযীর বৈশিষ্ট্যাবলী ও হাদীছ গ্রহণে তাঁর শর্তাবলী আলোচনা করলেই ইলমে হাদীছে ইমাম তিরমিযীর অবদান সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

আল-জামিউছ ছহীহ সংকলনঃ

'জামে' তিরমিযী' তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থ খানা ইমাম আবুদাঊদ ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়নরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমত এতে ফিক্বহের অনুরূপ অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এতে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় হাদীছ সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। সে সঙ্গে বুখারীর ন্যায় জীবন চরিত, শিষ্টাচার, তাফসীর, আক্বীদা-বিশ্বাস, বিশৃংখলা, বিপর্যয়, আহকাম, যুদ্ধ-সন্ধি, প্রশংসা ও মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের হাদীছও সংযোজিত করেছেন।[৩৯] ফলে গ্রন্থখানি এক অপূর্ব সমন্বয়, এক ব্যাপক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এ কারণে এ গ্রন্থের 'জামি' নাম সার্থক হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এতে বিভিন্ন বিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় হাদীছ সমূহ সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছেন। এজন্য হাফিয আবু জা'ফর ইবনু যুবাই 'কুতুবুস সিত্তাহ' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِيْ فُنُوْنِ الصِّنَاعَةِ الْحَدِيْثِيَّةِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ غَيْرُهُ

'ইমাম তিরমিযী ইলমে হাদীছে গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত'।[৪০]

ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের হাদীছবেত্তাগণের নিকট এটা যাচাই করার জন্য পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

صَنَّفْتُ هَذَا الْمُسْنَدَ الصَّحِيْحَ وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْحِجَازِ فَرَضُوْا بِهِ وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ فَرَضُوْا بِهِ-

'আমি এ সনদযুক্ত হাদীছ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে একে হিজাযের হাদীছবিদদের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা এটা দেখে খুবই পসন্দ করলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর আমি এ গ্রন্থকে খুরাসানের মুহাদ্দিছগণের খেদমতে পেশ করলাম। তাঁরাও একে অত্যন্ত পসন্দ করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন'।[৪১]

জামে' তিরমিযী সংকলনের উদ্দেশ্যেঃ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী স্বীয় হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে বলেন, বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি ছিল সন্দেহ দূরীকরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা শরী'আতের আহকাম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা। আর ইমাম আবু দাঊদের পদ্ধতি ছিল ফক্বীহগণ যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন সে সকল হাদীছ বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী এই উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধান করে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে 'জামে' তিরমিযী' প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া তিনি ছাহাবী, তাবেঈ ও ফক্বীহগণের মাযহাব (মতামত)-এর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি পরিত্যাজ্য মাযহাব সমূহও বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম প্রমুখের মাযহাব। এ গ্রন্থ ছাড়া এসব মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ অত্যন্ত দুষ্করও বটে। তেমনি এই গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি আহকাম-এর ক্ষেত্রে মাযহাবী ধারাবাহিকতার অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা থেকে মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমস্ত হাদীছ একত্রিত করা, যার দ্বারা কোন মুজতাহিদ দলীল গ্রহণ করেন। এমনকি ইমামগণের অভিমত বর্ণনা ও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[৪২]

হাদীছ গ্রহণে ইমাম তিরমিযীর শর্তাবলীঃ

হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী কতিপয় শর্তাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ

(১) ছহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীছই গ্রহণযোগ্য।

(২) প্রধানত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্তে যেসব হাদীছই উত্তীর্ণ ও ছহীহ প্রমাণিত হবে তা গ্রহণীয়।

(৩) ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম নাসাঈ যেসব হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিয়েছেন তাও গ্রহণীয়।

(৪) ফিক্বহবিদগণ যেসব হাদীছ অনুযায়ী আমল করেছেন তাও গ্রহণীয়।

(৫) যেসব হাদীছের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে এমন এক নির্দেশ যা সব সময়ই কার্যকর হয়েছে, তাও গ্রহণীয়।

---

৩৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২/১৪১২হিঃ), পৃঃ ৫২৪; ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ৯০; যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৭২।*

৪০. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৪-২৫; ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ৯০।*

৪১. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/১২২-২৩ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৪ পৃঃ; মকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮১।*

৪২. *যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৭২।*

(৬) যেসব ছিক্বাহ বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে সবকিছু সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের হাদীছ সমূহও গ্রহণীয়।

(৭) যেসব বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীছ সমূহের সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের বর্ণিত হাদীছও গ্রহণযোগ্য।[৪৩]

জামে' তিরমিযীর বৈশিষ্ট্যঃ

ইমাম তিরমিযী প্রণীত 'আল-জামে' কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত যা তাঁকে হাদীছ শাস্ত্রে এক সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

১. জামে' তিরমিযীর মধ্যে কোন মাওযূ (জাল) হাদীছ নেই।

২. এ গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত সমস্ত হাদীছের মধ্যে মাত্র দু'টি হাদীছ ব্যতীত অন্য হাদীছের উপর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কেউ না কেউ আমল করে।

৩. জামে' তিরমিযীতে একটি ছুলাছী হাদীছ আছে।

৪. এ গ্রন্থে ছাহাবী, তাবেঈ এবং বিভিন্ন ফক্বীহগণের মাযহাব বা মতামত উল্লেখিত হয়েছে।

৫. এতে প্রত্যেক হাদীছ সম্পর্কে সমালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে যে, হাদীছটি ছহীহ, হাসান, যঈফ বা মুনকার। সাথে সাথে যঈফ হওয়ার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ছাত্ররা এর প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং এর উপর ভিত্তি করে অন্যগুলি সঠিক কি-না তা জানতে পারে।

আল্লামা শাহ্ আবদুল আযীয বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন গ্রন্থে বলেন, ইলমে হাদীছ সম্পর্কে তিরমিযীর অনেক গ্রন্থ আছে। সেগুলির মধ্যে 'আল-জামে' সবচেয়ে সুন্দর বরং সেটা সমস্ত হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিম্নোক্ত দিক থেকেঃ

* এটা সুন্দরভাবে সুবিন্যাস্ত এবং সুসজ্জিত ও পুনরুল্লেখ মুক্ত।

* এতে ফক্বীহগণের মাযহাব প্রত্যেকের স্ব স্ব দলীলসহ উল্লেখিত হয়েছে।

* এতে হাদীছের প্রকার যেমন ছহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

* এতে বর্ণনাকারীদের নাম, উপাধি, উপনাম বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. তিরমিযীতে জামে' ৮ বিষয় তথা জীবন চরিত, শিষ্টাচার, তাফসীর, আক্বীদা-বিশ্বাস, বিশৃংখলা, আহকাম, সন্ধি, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীছ থাকায় তাকে জামে' বলা হয়। আর ফিক্বহের মত আহকাম সম্পর্কিত হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সজ্জিত বিধায় তাকে সুনানও বলা হয়।[৪৪]

৪৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৬০৪।
৪৪. মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭৬-২৯০; বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৫; যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৭৩-৭৬।

জামে' তিরমিযীর স্থানঃ

কাশফুয যুনূন গ্রন্থে বলা হয়েছে ছয়টি হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে জামে' তিরমিযী তৃতীয়। অর্থাৎ এর স্থান ছহীহাইন-এর পরে। যাহাবী বলেন, তিরমিযীর স্থান সুনানে আবুদাঊদ ও নাসাঈর পরে। তাযকিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিরমিযীর স্থান আবুদাঊদের পরে এবং নাসাঈর আগে। আল্লামা সয়ূতীও এরূপ বলেছেন। মুনাবী 'ফায়যুল ক্বাদীর' গ্রন্থে বলেন, মর্যাদার দিক থেকে জামে' তিরমিযীর স্থান 'কুতুবুস সিত্তাহ'র মধ্যে তৃতীয়।[৪৫]

জামে তিরমিযী সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমতঃ

ইমাম তিরমিযী স্বয়ং তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, عَرَضْتُ كِتَابِيْ هَذَا أَيْ كِتَابَ السُّنَنِ، الْمُسَمَّى بِالْجَامِعِ عَلَي عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالْخُرَاسَانِ فَرَضُوْا بِهِ.

'আমি জামি' নামক এই কিতাব হেজায, ইরাক ও খোরাসানের বিদ্বানগণের নিকট পেশ করলে তাঁরা এর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন'।[৪৬] তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِيْ بَيْتِهِ هَذَا الْكِتَابُ فَكَأَنَّمَا فِيْ بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَنْطِقُ 'যার ঘরে এ গ্রন্থখানা থাকবে মনে করা হবে যে, তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী (ছাঃ) অবস্থান করছেন ও কথা বলছেন'।[৪৭]

বস্তুতঃ প্রত্যেক হাদীছগ্রন্থ বিশেষতঃ ছহীহ হাদীছের গ্রন্থ সমূহের এটাই সঠিক মর্যাদা এবং এটা কেবল তিরমিযীর ক্ষেত্রে নয় বরং সকল ছহীহ হাদীছগ্রন্থ সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য ও অকাট্য সত্য।

তিরমিযী সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানা সুখপাঠ্যও সহজবোধ্য হাদীছ গ্রন্থ। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনছারী তিরমিযী সম্পর্কে বলেন,

كِتَابُهُ عِنْدِيْ أَنْفَعُ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ لِأَنَّ كِتَابَي الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ لَايَقِفُ عَلَى الْفَائِدَةِ مِنْهُمَا إِلاَّ الْمُتَبَحِّرُ الْعَالِمُ وَكِتَابُ أَبِي عِيْسَى يَصِلُ إِلَي فَائِدَتِهِ كُلُّ أَخْذٍ مِّنَ النَّاسِ-

'আমার দৃষ্টিতে জামে' তিরমিযী বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহার উপযোগী। কেননা বুখারী ও

৪৫. মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮৮।
৪৬. বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৬।
৪৭. আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৮৮ পৃঃ; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮৬।

মুসলিম এমন হাদীছগ্রন্থ যা হ'তে কেবল বিশেষ পারদর্শী আলেম ব্যতীত অপর কেউ ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইমাম আবু ঈসার গ্রন্থ হ'তে যেকোন লোক উপকারিতা হাছিল করতে পারে'।[৪৮]

হাফিয ইবনুল আছীর জামেউল উছূল গ্রন্থে বলেন, 'তিরমিযীর কেতাব 'জামেউছ ছহীহ' সর্বোৎকৃষ্ট, অধিক ফায়দা দানকারী, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং সর্বনিম্ন পুনরুল্লেখিত গ্রন্থ। এতে যা আছে, অন্যান্য গ্রন্থে তা নেই। এতে প্রমাণ সহ বিভিন্ন মাযহাব উল্লেখ করা হয়েছে এবং ছহীহ, যঈফ, গরীব প্রভৃতি হাদীছের অবস্থার সুস্পষ্ট বর্ণনাও এতে স্থান পেয়েছে'।[৪৯]

জামে' তিরমিযীর হাদীছ সংখ্যাঃ

ইমাম তিরমিযী তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীছের মধ্য হ'তে মাত্র ১৬০০ হাদীছ নির্বাচন করে 'জামে' তিরমিযী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫০] এতে ৪৬টি পর্ব এবং ২১১৪টি অধ্যায় আছে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযী ছিলেন এক জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল নক্ষত্র। জামে' তিরমিযী সংকলন করে তিনি যে জ্যোতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন তার আলোকচ্ছটায় সারা বিশ্ব আলোকোদ্ভাসিত। তাঁর এ অনবদ্য অবদানের কারণে ইলমে হাদীছে এক অপরিসীম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই তাঁর এ অবদানের কথা বিশ্ববাসী আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

[সমাপ্ত]

৪৮. ঐ; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৬; আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৮৭-৮৮ পৃঃ।
৪৯. মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮১।
৫০. ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ৯১।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী প্রণীত [illegible] মুহাম্মাদ আকমল হুসাইন অনূদিত

য[illegible]ছহীহ হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মতের মাঝে তার কুপ্রভাব ২য় খণ্ড বের হয়েছে। আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

প্রাপ্তিস্থানঃ

১। মাওলানা বদীউযযামান
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
২। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট কাযীবাড়ী, উত্তর খান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। ফোন- ০১৭২৮৫৫১২৪, ০১৯৩২১৭২৬
৩। তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা- ১১০০, ফোন- ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬।
৪। প্রিন্স মেডিকেল ষ্টোর, চাড়ার গোপ, কালির বাজার, নারায়ণগঞ্জ। ফোনঃ ৭৬১৩৩৮৩।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

গুণবতী পুত্রবধূ

একজন সচ্চরিত্রবান ও উচ্চ শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীর একমাত্র পুত্র সন্তান। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আশা একটি কন্যা সন্তান তাদের ঘরে আসুক। তাদের সে আশা যখন পূরণ হ'ল না, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, পুত্রটি বিয়ের উপযুক্ত হ'লে তাকে দেখেশুনে এমন একটি মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন, যে কন্যার অভাব পূরণ করতে পারবে। ছেলেকে তারা লেখাপড়া শিখিয়ে ইঞ্জিনিয়ার করেছেন। ছেলে সরকারী চাকরীতেও নিয়োজিত। এখন তাকে বিয়ে দিতে হয়। তারা যেমনটি চেয়েছিলেন, তাদের ভাগ্যে তেমনই মিলে গেল। মেয়েটি খুব সুন্দরী এবং একজন ডাক্তার। ব্যবহারও উত্তম। শ্বশুর-শাশুড়ী বৌমাকে কন্যার আদরে ডাকেন। তাঁরা কখনও তাকে বৌমা বলে ডাকেন না। মনোয়ারার ডাক নাম মিনু বলেই তারা ডাকেন এবং তুমি না বলে তুই বলে সম্বোধন করেন। মিনু সচ্চরিত্রা মেয়ে তাই সে শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের ডাকে সাগ্রহে সাড়া দেয়। সে যেন আপন পিতা-মাতার পরিবর্তে আরেক আপন পিতা-মাতা পেয়েছে। কাজেই পরিবারে কোনরূপ অশান্তি নেই।

পিতা চাকরী হ'তে অবসর নিয়েছেন। তিনি এখন নিশ্চিন্তে অবসর জীবন যাপন করছেন। ছেলে চাকরী করে মোটা টাকা উপার্জন করে। বৌমাও চাকরী করে। তাই সংসারে কোন অভাব নেই। একদিন ছেলে তার স্ত্রীর হাতে মোটা অংকের কিছু টাকা তুলে দিয়ে যত্নসহকারে রাখতে বলে। কিন্তু স্ত্রীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। নিশ্চয়ই এত টাকা বেতনের নয়। তাই স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, এত টাকা কিসের? ছেলে বলল, জিজ্ঞেস করার দরকার কি, টাকা তুলে রাখতে দিয়েছি, তুলে রাখ। স্ত্রীর একই কথা, আগে বল এত টাকা তুমি কিভাবে পেয়েছ? নিশ্চয়ই এ টাকা ঘুষের। স্বামী বলল, তুমি না রাখলে দাও আমি তুলে রাখছি। সেদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীতে একটুখানি অমিল দেখা দিল। স্ত্রী চায় না স্বামী ঘুষ গ্রহণ করুক। কিন্তু ছেলের বুঝ টাকাটাই সব। টাকা থাকলে সব কিছু সম্ভব।

পিতাও ছেলের উপার্জনের বেশ আগ্রহ দেখে বুঝেছিলেন, সে অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করছে। তাই তিনি একদিন ছেলেকে অসৎভাবে টাকা উপার্জন করতে নিষেধ করে সতর্ক করে দিলেন। ছেলে পিতা ও স্ত্রীর উপদেশে কান না দিয়ে নির্বিচারে টাকা আয় করতে থাকে। ঐ অবৈধ উপার্জন দ্বারা সে অভিজাত এলাকায় একটি ফ্ল্যাট বাড়ী ক্রয় করে। একদিন সে স্ত্রীকে বলছে, আমরা নতুন বাড়ীতে উঠে যাব। বাবা-মা এ বাড়ীতে থাকবেন। স্ত্রী সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলল, কেন? আমরা সবাই নতুন বাড়ীতে উঠব। এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। ছেলে বলল, আত্মীয়-স্বজন থেকে একটু দূরে থাকা ভাল। স্ত্রী তখন স্বামীকে ভর্ৎসনার সুরে বলল, তুমি এ কি বলছ, বাবা-মাকে আত্মীয় বানিয়ে ফেললে! আমি বাবা-মাকে ছেড়ে কিছুতেই এ বাড়ী হ'তে কোথাও যাব না। ছেলে-বৌয়ের কথা কাটাকাটির বিষয় পিতামাতা জানলেন। তারা বৌয়ের ব্যবহারে আগে থেকেই খুব প্রীত ছিলেন। এ ঘটনায় আরো প্রীত হ'লেন।

একদিন ছেলে অফিস থেকে অসময়ে বাসায় ফিরে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল। বৌমাও নীরব। সে স্বামীকে কোন কথা জিজ্ঞেস করছে না। তাতে মনে হয়, সে বিষয়টা জানে। পিতা অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। নইলে এভাবে অসময়ে বাসায় ফিরে একেবারে নীরব কেন? এমন সময় ছেলের মামা এসে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন যে, ঘুষ গ্রহণের অপরাধে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টা সবার জানাজানি হয়ে গেলে ছেলে বাব-মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি চাকরী হারিয়ে তোমাদের পেয়েছি। আমি কোনদিন তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না'।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।